সারসংক্ষেপ

মহর্ষি বাদরায়ণ শ্রুতি প্রতিপাদিত ব্রহ্মতত্ত্বকেই তাঁহার রচিত *ব্রহ্মসূত্রে* ন্যায়তঃ বা যুক্তিতঃ প্রতিপাদন করিয়াছেন। মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁহার *ব্রহ্মসূত্রের* সমন্বয়াখ্য প্রথম অধ্যায়ে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, সমগ্র বেদই একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। অখণ্ডাকারাবৃত্তির দ্বারা সাধকের এইরূপ অদ্বয় ব্রহ্মবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তবেই জীবন্মুক্তি লাভ সম্ভব।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, *ব্রহ্মসূত্রের* নয়টি প্রধান ভাষ্য বিদ্যমান। ব্রহ্মচৈতন্যই যে শ্রুতির একমাত্র প্রতিপাদ্যবিষয়, এই মূল সিদ্ধান্ত *ব্রহ্মসূত্রের* সকল ভাষ্যকারই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মের স্বরূপ, ব্রহ্মজ্ঞানের স্বরূপ, মোক্ষের স্বরূপ এবং মোক্ষের সাধন বিষয়ে অদ্বৈতভাষ্যকার আচার্য শঙ্করের সহিত মধ্বাচার্য এক মত পোষণ করেন না। মোক্ষের স্বরূপ এবং সাধন বিষয়ে দ্বৈত এবং অদ্বৈতসম্প্রদায়ের মধ্যে যে মতবিরোধ এবং বিচার বিদ্যমান, তাহাই বর্তমান গবেষণানিবন্ধের মূল বিচার্য বিষয়।

মহর্ষি বাদরায়ণকৃত *ব্রহ্মসূত্রের* উপর আচার্যগণ যে সকল ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তন্মধ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য *ব্রহ্মসূত্রের* উপর অদ্বৈতভাষ্য এবং রামানুজাচার্য শ্রীভাষ্য রচনা করিয়াছেন। পরবর্তীকালে মধ্বাচার্য *ব্রহ্মসূত্রের* উপরে দ্বৈতভাষ্য রচনা করেন। আচার্য শঙ্কর তাঁহার শারীরকভাষ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মই একমাত্র পারমার্থিকসৎ পদার্থ। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে এবং জীব ও জগতের মধ্যে, জগৎ এবং ব্রহ্মের মধ্যে, ব্রহ্ম এবং জগতের মধ্যে এবং জীব ও জীবের মধ্যে এই পঞ্চপ্রকার ভেদপ্রতীতি অবিদ্যাপ্রযুক্ত। অদ্বৈতমতে ত্রিকালাবাধিতত্বই পারমার্থিকসৎ পদার্থের লক্ষণ। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ কোনও কালেই যাহা বাধিত হয় না, যাহার মিথ্যাত্বের প্রতীতি হয় না,

তাহাই পরমার্থসৎ। জীব এবং জগৎ ব্যবহারদশায় ব্রহ্মাতিরিক্তরূপে প্রতীয়মান হইলেও যাঁহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইয়াছে সেই ভেদ তাঁহার নিকট মিথ্যারূপেই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ফলতঃ অদ্বৈতবেদান্তের মূলতত্ত্ব উপস্থাপন করিতে হইলে বলিতে হয়, ব্রহ্মসত্য, জগৎমিথ্যা বা অনির্বচনীয় এবং জীবই ব্রহ্ম। এইকারণেই অদ্বৈতী বলিয়াছেন শমদমাদির অভ্যাস সহকারে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত নিত্যনৈমিত্তিক শুভকর্মানুষ্ঠানের ফলে অন্তঃকরণের পাপাদিমল বিনষ্ট হইলে সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নব্যক্তির ব্রহ্মবিচারে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সাধনচতুষ্টয় বলিতে বোঝানো হয় নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিরাগ, শমদমাদিষট্‌সম্পত্তি, ও মুমুক্ষুত্ব। সচ্চিদানন্দ অদ্বয়ব্রহ্মই হইলেন একমাত্র নিত্যবস্তু এবং ব্রহ্মভিন্ন অন্য সমস্ত পদার্থই অবস্তু বা অনিত্য, এইরূপ নিত্য ও অনিত্য বস্তুর মধ্যে যিনি বিবেক করিতে পারেন বা যাঁহার ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তিনিই ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকলপ্রকার সুখভোগের প্রতি বিরক্ত হইয়া থাকেন, ফলে অন্তঃকরণে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা এইরূপ ষট্‌সম্পত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ ও মননের দ্বারা অসম্ভাবনা ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা বিপরীতভাবনার নিবৃত্তি হয়। তদনন্তর নির্গুণব্রহ্মবিদ্যানুশীলনকারীর "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য শ্রবণের ফলে ব্রহ্মবিষয়ক চরম অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের দ্বারা মূলাবিদ্যা বিনষ্ট হইলে স্বকণ্ঠগত, অথচ বিস্মৃত মণিমালার প্রাপ্তির ন্যায় ব্রহ্মরূপ স্বীয় পূর্বসিদ্ধ স্বস্বরূপে অবস্থিতিই সদ্যোমুক্তি।

আচার্য জয়তীর্থ, আচার্য ব্যাসতীর্থ প্রমুখ দ্বৈতবেদান্তিগণ মূলতঃ বৈতণ্ডিক হওয়ায় তাঁহারা তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে মূলতঃ অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন। স্বীয় মত বিষয়ে বিশেষ কোনও আলোচনা করেননি। এইস্থলে মূলতঃ দ্বৈতবেদান্তী কীরূপে অদ্বৈত পূর্বপক্ষ উপস্থাপন করিয়াছেন এবং

অদ্বৈতসিদ্ধি অবলম্বনে সকল পূর্বপক্ষ খণ্ডন পূর্বক অদ্বৈতী যে মোক্ষের জ্ঞানমাত্রসাধ্যত্ব স্থাপন করিয়াছেন তাহা উপস্থাপিত হইবে।

অদ্বৈতবেদান্তী বিশেষভাবে মাধ্বগ্রন্থসমূহ খণ্ডন করিয়াছেন। কারণ মাধ্বসম্প্রদায় অদ্বৈত মত এমনভাবে খণ্ডন করিয়াছেন যে, সেই খণ্ডনসমূহ নিরাকরণ না করিলে অদ্বৈত বেদান্তের পুনরুদ্ধার সম্ভবই হইত না। এই কারণে মধুসূদন সরস্বতী প্রমুখ পরবর্তীকালের অদ্বৈতাচার্যগণ মাধ্বমত খণ্ডনের নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়াছেন।

বর্তমান গবেষণানিবন্ধে অদ্বৈতীর বিরুদ্ধে মোক্ষের স্বরূপ ও সাধন বিষয়ে মাধ্ব পূর্বপক্ষসমূহ বিশেষরূপে পর্যালোচনা করা হইবে, মাধ্ব গ্রন্থ আচার্য ব্যাসতীর্থ রচিত *ন্যায়ামৃত* এবং *ন্যায়ামৃতের* টীকাসমূহ অবলম্বনে মাধ্ব পূর্বপক্ষ বিস্তৃতরূপে উপস্থাপিত হইবে এবং *অদ্বৈতসিদ্ধি* এবং তাহার টীকাসমূহ অবলম্বনে মাধ্ব পূর্বপক্ষ বিশেষরূপে খণ্ডিত হইবে।

এতদ্ব্যতীত চিৎসুখাচার্য মাধ্ব পূর্বপক্ষ এবং অন্যান্য পূর্বপক্ষও উপস্থাপন করিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য রচিত *প্রত্যক্‌তত্ত্বপ্রদীপিকা* এবং মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত *গূঢ়ার্থদীপিকা* প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে সেইসকল পূর্বপক্ষও খণ্ডিত হইবে এবং সেইসকল পূর্বপক্ষ খণ্ডন অবসরে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়বাদ নিরাকৃত হইবে।